জাফর সাহেবকে বলছি

নুরুল্লাহ মাসুম

“ভিন্নমত? নাকি পাগলা গারদ” প্রসঙ্গো লিখছি। ডঃ জাফর আপনি জানেন সুস্থ বিতর্ক ভাল কিন্তু বিতর্কের নামে একে অপরকে গালাগাল করা, মানুষের নামের আগে পশুর নাম লাগিয়ে বড় বড় লেখা প্রকাশ করাটা আর যাই হোক, বিতর্ক নয়। আপনার লেখায় আমাকে অভিযুক্ত করেছেন, আমি আপনাকে নসিহত করলেও অন্যান্যদের ব্যাপারে আমি নিরব। বিষয়টা এভাবে ভাবুন, ঘুমন্ত মানুষকে জাগানো গেলেও যারা ঘুমের ভান করে তাদের জাগানো কি সম্ভব? আপনার বানান ভুল ধরার জন্য আপনি আমার ওপরে ক্ষেপে আছেন বুঝতে পারছি, কিন্তু জনাব, আমার সেই লেখাটা যদি আপনার আজো মনে থাকে তবে দেখবেন আমার সে লেখার মুল কথা ছিল ভিন্নমত সম্পাদকের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগের উত্তর। সঙগত কারণে দু’একটা বানান ভুলের উদাহরণ ছিল সেখানটায়। যাদের বানান ভুল সম্পর্কে আমি নিরব বলে আপনি অভিযোগ করেছেন তাদের বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই, কেননা তাদের লেখার জবাব দেবার মানসিকতা আমার নেই, এ কথা আমি আমার আগের একটা লেখায় পরিস্কার বলে দিয়েছি। দিগন্তের বানান ভুল নিয়ে আমি পরিস্কার বলেছি “কী বোর্ডের কারনে ভুল” আর “অজ্ঞতার কারণে ভুল” সহজেই আলাদা করা যায়। লেখকরা যেহেতু অনেকেই ছোট বেলায় প্রবাসী হয়েছেন তাই দু’চারটা ভুল(!) হতেই পারে। তাই বলে সম্পাদক বা ম্যানেজার সেটাকে ঠিক করে দেবেন না অন্তত তাঁর(সম্পাদকের) বসানো লীড-এ এটা ভাবতে এখন আমার কষ্ট হয়। “অন্ন” আর “অন্য”-র তফাৎ বুঝতে না পারলে কী বোর্ডের দোষ দেবেন কেমন করে? “বিষন্ন” যখন “বিষন্য”, “প্রযুক্তি” যখন “প্রজুক্তি” হয়ে যায় তাও কি কী বোর্ডের দোষ?

ভিন্নমত-এ ইদানিং কিছু পোস্ট দেখে মনে হচেছ হয় একজনই ভিন্ন নামে লিখছেন নতুবা তারা একই পাড়ায় বসবাস করেন, অথবা সম্পাদক তাদের ডেকে ডেকে লেখাচেছন। একটা উদাহরণ দেইঃ “কর্পোরেট আমেরিকা” হেডিং দিয়ে তিনটি লেখা যখন ভিন্নমত সম্পাদক প্রকাশ করলেন, তখন দেখলাম সেগুলেরি একটি, অর্থাৎ আপনার লেখাটি আমার লেখার জবাব। যে লেখা প্রকাশই পেল না সেটির জবাব আপনি দেন কি করে? হতে পারে সম্পাদক/ম্যানেজার আমার লেখাটি প্রকাশের আগে আপনার কাছে পাঠিয়ে ঐ জবাবটি লিখিয়ে নিয়েছেন। আমার আগের একটা লেখায় আমি বলেছিলাম,“আমি যখন ভয় পাই সেটা হয় সাবধানতা, আর করিম যখন ভয় পায় সেটা ভীরুতা” মনে আছে বোধহয় আপনার। আমি কেবল দিগন্তের লেখার ধারাবাহিক জবাব দিচিছ, এটা ঠিক। কেননা দিগন্ত লিখছেন ধারাবাহিক, তাই আমার জবাবটাও ধারাবাহিক। তবে আপনার এ অভিযোগ সত্য নয় যে আমি দিগন্তের লেখার জবার দেবার জন্য চাতক পাখের মত বসে থাকি। আপনিও আপনার এক লেখায় বলেছেন পরোক্ষভাবে যে, আমি দীর্ঘদিন ধরে ভিন্নমত এর পাতায় অনুপস্থিত। পদ-প্রভু বাবুতো আমার গড়হাজিরার সুযোগ নিয়ে আমাকে একহাত নিয়েছেন ইতোমধ্যে। কিষয়টা হচেছ, কামলা মানুষ, সব সময় নেটে বসতে পারি না, বসলেও লেখার মত ফুসরত পাই না। আবার যখন সুযোগটা আসে তখন হয়তো এক নাগারে দু’চারটা লেখা হয়ে যায় এক সাথে। আর আমাকে কেউই বলে দেয়নি দিগন্তের লেখার জবাব দেবার জন্য। আমি দিগন্তের বর্ণিত “সংখ্যালঘুদের ওপরে অত্যাচার” ও অস্বীকার করিনি কখনো, কেবল বলেছি এবং এখনো বলছি দিগন্তও যেভাবে গণহারে বাঙালী মুসলমানদের গালাগাল করে যাচেছ সেটা ঠিক নয়। অত্যাচারীরা কেবল ধর্মের ঢাল ব্যবহার করে, তারা ধার্মিক নয়। সে প্রসঙ্গো বলতে গিয়ে কিছু উদাহরণ এসেছে, বর্ণনা এসেছে মাত্র। আমি প্রতিটি বিষয় যুক্তি দিয়ে বলেছি, আসুন যুক্তি খন্ডন করুন, আমি আমার জ্ঞানের আওতায় থাকলে উত্তর দেবো। আর যদি যুক্তি না মনে কেবল গালাগাল করেন সেখানে সে লেখককে আমি বরাবরের মত “ইগনোর” করবো, এটইতো স্বাভাবিক।

আমি অন্যদের লেখার জবাবও দিয়েছি, যেহেতু তারা ধারাবাহিক লেখেন না তাই জবাবটাও ধারাবাহিক হয় না। আপনার একটা লেখায় আপনি আমার ওপরে নাখোশ হয়েছিলেন আমি “টার্গেট” শব্দটা ব্যবহার করায়। টার্গেট শব্দ কি কেবল যুদ্ধের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়? আমিতো দেখেছি সেলস ম্যানকেও “বিক্রির টার্গেট” নির্ধারণ করে দেয়া হয়। ভুল দেখেছি কি?

তবে ভিন্নমতে লেখার মধ্যদিয়ে আমার একটা অভিজ্ঞতা আবারো ঝালাই হলো, ঠিক আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মত এখানকার লেখকরা “পয়েন্ট টু পয়েন্ট জবাব” না দিয়ে “ধান বানতে শিবের গীত” গাইতে ভাল বাসেন বেশী। তাই সবার লেখার জবার দেবার মত মানসিকতা আমার থাকেনা, বিশেষত যারা গালাগাল করে লেখালেখি করে থাকে। নসু বেপারীর রোজনামচা-১ নামক “স্যাটায়ার ধর্মী” লেখা প্রকাশিত হল আমাকে নিয়ে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে(!), পুরো একটা নিবন্ধ আমাকে নিয়ে। বলবনের ভাষাজ্ঞান আছে বলতে হবে। মজার ব্যাপার হচেছ যারা মুসলমানদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করছেন প্রতিক্ষণ, তারাই আবার নিজেকে আড়াল করার জন্য সেই মুসলমানদের নামটাকেই বেছে নেয় ছদ্মনাম হিসেবে। আমার কথাটা সেখানে নয়, ছদ্মনাম তারা যা খুশি নিতে পারে, আমি আবারো অবাক হলাম ঐ লেখার প্রকাশিত হবার একঘন্টার মধ্যে লেখার একটা উত্তর হাজির হলো ভিন্নমত এর পাতায়। অবস্থা দেখ মনে হয় উত্তর দেবার জন্য সেই লেখক প্রস্তুত হয়ে বসে ছিলেন। “কি চমৎকার দেখা গেল”, তাই না!

আমি ইচেছ করেই নসু ব্যাপারীকে উত্তর দেইনি। তবে এক্ষণে আপনার মাধ্যমে তাকে এবং ডাঃ নাজমাকে (যদি আদৌ এ নামের কেউ থেকে থকেন) জানাতে চাই, আপনারা যারা আমেরিকা প্রবাসী সম্ভবত সকলেই (অবশ্যই ১০০% নন) অন্যদেশের মানুষদের “মানুষ” ভাবেন না। বিশেষত যদি সেই প্রবাসী মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করে থাকেন। আপনারা মনে করেন মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত সব বাঙালীই শ্রমিক মানে বড় বড় ভবন নির্মানে হেল্পারের কাজ করে থাকে। এ কথা সত্য মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসরত বাঙালীদের মধ্যে বিরাট একটা অংশ নির্মান শ্রমিক। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। কেননা এই শ্রমিকরা বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠিয়ে অর্থনীতিতে যে ভুমিকা রাখছে, তা কিন্তু আপনার রাখতে পারছেন না। ভিন্নমত সম্পাদক/ম্যানেজার সাহেব ইচেছ করলেই এ বিষয়ে একটা পরিসংখ্যান হাজির করতে পারবেন, ব্যবসায়ী ভিন্ন বিদেশে কর্মরত বাঙালীরা (মানে আমার মত কামলারা) কোন দেশ থেকে কত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠাচেছন। সেখানে মধ্যপাচ্যের হতভাগা শ্রমিকদের স্থানটাই আগে চলে আসবে। নসু ব্যপরীর মনে হয়েছে আমি অধম নুরুল্লাহ মাসুম আমেরিকার ভিসা না পেয়ে দুবাই সে কামলা দিচিছ। সাবাস লেখককে। আপনি আমার আগের লেখাগুলো পড়লেই আমার সম্পর্কে সামান্য ধারণা পেয়ে যেতেন। আপনি আমার আগের লেখাগুলো পড়ার সময় পাননি বোধহয়। আপনার পড়ার দরকারও তো নেই। আমার মনে হয় আপনিও “রিক্যুইজিশন” পেয়ে লেখা পাঠিয়েছেন। এবং সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপাত্ত

আপনাকে দেয়া হয়েছে মাত্র। আপনার এবং ডাঃ নাজমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এই অধম কোন কালেই আমেরিকার ভিসা পাবার জন্য লাইনে দাড়ায় নি, আজো দাড়াবার ইচ্ছে নেই। ভবিষ্যতে কি হবে তা জানি না। আমি দেশকে ভালবেসে দেশেই থাকতে চেয়েছিলাম, দুর্ভাগ্য আমার, আমাকে দেশ ছাড়তে হলো।

আরেকটা বিষয় বলা দরকার বলে মনে করি। আপনাদের অনেকেই বাংলাদেশ থেকে সরাসরি গন্তব্যে (আমেরিকা বা বৃটেন) পৌঁছেছেন এবং নিজেদের মনে করেন পৃথিবীর সেরা দেশে আছেন; তাই অন্যদের মানুষ ভাবতে কষ্ট হয়। কেউবা বাবা-মার সাথে দেশ ছেড়েছেন ছেলে বেলায় এবং সেই দেশের আইনানুসারে নাগরিকত্ব পেয়েছেন, সে মতে আপনারা বাঙালী আমেরিকান, জন্মগত আমেরিকান নন। নবপ্রজন্মের কথা আলাদা, তারা আর যাই হোক বাংলা ফোরামে লিখতে আসবে বলে মনে হয় না। মাইগ্রেটেড আমেরিকানরা যেখানে ৮ - ১০ বছরে মাতৃভাষা ভুলতে বসছে এবং প্রকাশ্যে তা বলে চলেছে, সেখানে নবপ্রজন্ম বাংলা লিখতে বা পড়তে জানবে না, এটাই স্বাভাবিক। আর আপনারা মনে করেন দুবাই থাকলেই সবাই আদম ব্যাপারী হয়ে যায়। বিষযটা আসলে উল্টো, আদম ব্যাপারীরা বাংলাদেশেই থাকে এবং দেশের সাধারণ মানুষের পয়সা খেয়ে বড়লোক হয়। যারা দুবাই বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশে বসবাস করে তারা আপনাদের মতই অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করে, এবং দুঃখজনক হলেও সত্য বেশীর ভাগ শ্রমিক তাদের সাপ্তহিক ছুটিও ভোগ করতে পারে না, কোন ওভারটাইম ডিউটির পয়সাও পায় না। তাদের কর্ম বছরে ৩৬৫ দিবস, প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ ঘন্টা। এহেন মানুষ আদম ব্যাপারীর কাজ করার সময় পাবে কোথায়? আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের(আপনারা সবাই তো আর বাঙালী নন) অবগতির জন্য জানাচ্ছি দুবাই তথা আরব আমিরাতে বহু বাঙালী দুবাই সরকার এবং আমিরাত ফেডারেল সরকারের বড়বড় পদে কর্মরত আছেন। দু'চারজনের নাম লিখতে পারতাম, এতে করে তাদের প্রাইভেসি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বলে লিখলাম না।

ভিন্নমত এর পাতায় আমি এখন “বানান বিশেষজ্ঞ” বলে চিহ্নিত। দুঃখের বিষয় আমার বিজয় লিপি সঠিক “চিহ্ন” লিখতে দিচ্ছে না। এখানে “হ” এর নিচে আছে “ণ”, প্রকৃত পক্ষে এখানে হওয়া উচিত ছিল“হ” এর ডানে মানে পেটে “ন”। বিজয় লিপি সেটা দিচ্ছে না, তাই এই ভুলটা আমাকে করে যেতেই হচ্ছে। বর্ণসফট অবশ্য সে সুযোগটা দিচ্ছে। আমার দুর্ভাগ্য আমি বিজয় লিপির জন্ম লগ্ন থেকেই বিজয় ব্যবহার করে আসছি বলে বর্ণসফট ব্যবহার করে সুবিধে করতে পারছিনে। চেষ্টা যে একবারেই করিনি তা নয়। অভ্যাস বশত আঙ্গুল ঘুরে ফিরে বিজয়ের বিজয় কেতন বয়ে বেড়ায়। যা বলতে চেয়েছি, আগেও বলেছি, সফটওয়্যারের কারনে বানান ভুল এবং অজ্ঞতার কারণে বানান সহজেই বোঝা যায়। আর বাঙালী হিসেবে বাংলা বানান যদি ভুল করি প্রতিনিয়ত সে লজ্জা কার? যারা ১০ বছরের মধ্যে মাতৃভাষা ভুলে যায় তাদের মত হতভাগা পৃথিবীতে আর দিবদতীয় কেই আছে বলে আমি মনে করি না। “বাশ” আর “বাস”, “অন্ন” আর “অন্য”, “জ্যোতি” আর “যতি”........এমন অনেক বানান আছে যা ভুল করাটা মোটেই যৌক্তিক নয়। প্রসঙ্গত আপনাদের আমেরিকার কোন এক বিমান বন্দরের একটা ঘটনা মনে হলো। এক বাঙালী যাত্রী ইমিগ্রেশন কাউন্টারে অবস্থানরত মহিলার কাছে সাহায্য চাইছেন এভাবে “ক্যান আই হ্যাভ অ্যা রাবার প্লিজ?” মহিলা কর্মকর্তাতো অবাক! জানতে চাইলো এখানে, এসময়ে তুমি “রাবার” দিয়ে কি করবে?

আশাকরি পাঠক জানেন গলাপটা। আর এখানে “রাবার” বলতে বাঙালী কি বুঝাতে চেয়েছে এবং আমেরিকানরা কি বোঝে সেটা বোধকরি খুলে বলতে হবে না। আমাদের সম্পাদক/ম্যানেজার অন্তত এটুকু করতে পারেন বোধকরি যে, তাঁর দেয়া লীড যেন শুদ্ধ বানানে হয়। আশাকরি তিনি ভেবে দেখবেন। পরিশেষে একটা কথা বলতে চাই, আমি কারো “হুকুমী লেখক” হতে রাজি নই। হলে বহু আগে হতে পারতাম। বিশেষ বিষয়ে লেখার “অফার” যে পাইনি তা নয়, সেগুলো ভদ্রভাবে “অপারগতা জানিয়ে দিয়েছি”। লেখাটা আমার মনের খোরাক, ভাল লাগলে লিখি, নইলে নয়।

সবাই ভাল থাকুন।

পুনশ্চঃ

লেখাটা যখন শেষ পর্যায়ে, তখনই মোবাইলে ম্যাসেজ পেলাম, আমার গ্রামের বাড়ীতে একজন রাজনৈতিক নেতা আমার নাম করে দুবাইতে লোক নিয়োগের কথা বলে মানুষের কাছ থেকে টাকা নিচেছ। আমি দেশে যাইনি এক বছরের বেশী হল, সেই নেতার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছে ২০০০ সালে, অথচ সে আমার নাম ভাঙ্গিয়ে পয়সা কামাচেছ। গ্রামের সাধারণ মানুষ কত বোকা বা সহজ সরল, একবার ভেবে দেখুন! আমাকে এখন ফোন করে গ্রামে অবস্থানরত আত্মীয়-সজনদের বিষয়টি জানাতে এব, জানাতে হবে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে। সংশয় জাগে সেও তার সাথে জড়িত কিনা কে জানে! শেষতক ভেবে দেখলাম হাই স্কুলের হেড স্যারকে বিষয়টি জানানো সব চেয়ে ভাল হবে। বসন্তের কোকিল রূপী লেখকরা এবার ভেবে দেখুন কারা আদম বেপারী!

আগের লেখায় বৃটেনে আদম ব্যবসার কথা বলেছিরাম। বৃটেনে বাংলাদেশ থেকে বছরে আদম পাচার করে যত টাকা আদম ব্যাপারীরা আয় করে, মধ্যপ্রাচ্যে তা হয় না, কেননা মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমবাজার মন্দা। বহু কম্পানী বন্ধ হয়ে গেছে, এখনো যাচ্ছে। মানুষের চোখ এখন ইউরোপের দিকে, আর আমেরিকাতো স্বর্গরাজ্য। সংগত কারণেই আদম ব্যাপারীদের চোখ এখন সেদিকেই।

দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
১০ নভেম্বর, ২০০৩